শহিদে কারবালার
নির্মম ইতিহাস

মুফতি মুহাম্মাদ শফি রহ.

অনুবাদ
মুহাম্মাদ আলী জাওহার
উস্তাজুল হাদিস ওয়াল ফিকহ, জামিয়া ইসলামিয়া আজমিয়া
দারুল উলুম রামপুরা, বনশ্রী ঢাকা।

নিরীক্ষণ
মিশকাত আহমদ
লেখক, গবেষক ও সম্পাদক

রাইয়ান

শহিদে কারবালার নির্মম ইতিহাস

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ২০২৪

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

ইমেইল
raiyaanprokashon@gmail.com

বইমেলা পরিবেশক
তরফদার প্রকাশনী

প্রচ্ছদ
সিদ্দীক মামুন

অঙ্গসজ্জা
সাবেত চৌধুরী

মুদ্রিত মূল্য
১৮০/- টাকা

Shohide Karbalar Nirmom Etihash
Published By: Raiyaan Prokashon

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত। লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশের প্রতিলিপিকরণ, পুনর্মুদ্রণ, ফটোকপি, স্ক্যান, পিডিএফ প্রস্তুতকরণ, অন্য কোনো বই, ম্যাগাজিন, পত্রিকায় প্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে দা'য়াহর স্বার্থে গ্রন্থের কোনো অংশ ব্যবহার করতে চাইলে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা জরুরি। উপরোক্ত শর্তাবলীর লঙ্ঘন শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ।

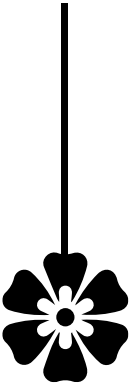

অর্পণ

কারবালার সেসব শহিদের প্রতি—যারা ইসলামের প্রচার-প্রসার ও আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে নিজেদের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে আল্লাহর প্রিয় হয়ে গেছেন...!

—জাওহার

সূচি

অনুবাদকের আরজ..... ১১
লেখকের আরজ..... ১২
চিন্তা ও আমলের আহ্বান..... ১৩
কারবালার শহিদ..... ১৫
ইসলামি খেলাফতের বিরুদ্ধে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা..... ১৭
ইয়াজিদের হাতে বাইআত..... ১৯
মদিনায় হজরত মুআবিয়া রাদি. ২১
মক্কায় হজরত মুআবিয়া রাদি. ২২
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদি.-এর জবাব..... ২২
হিজাযবাসীদের ইয়াজিদের বাইআত প্রত্যাখ্যান..... ২৪
হজরত মুআবিয়া রাদি.-এর ওফাত ও অসিয়ত..... ২৪
ওয়ালিদের প্রতি ইয়াজিদের চিঠি..... ২৫
হজরত হুসাইন ও হজরত যুবায়ের রাদি.-এর মক্কাগমন..... ২৭
গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনীর যাত্রা..... ২৭
হজরত হুসাইন রাদি.-এর কাছে কুফাবাসীর চিঠি..... ২৯
হজরত হুসাইনকে কুফায় আগমনের আহ্বান..... ৩০
পরিস্থিতি পরিবর্তন..... ৩০
কুফায় ইবনে যিয়াদকে নিয়োগ ও মুসলিম ইবনে আকিলকে হত্যার নির্দেশ..... ৩২
বসরাবাসীর কাছে হজরত হুসাইন রাদি.-এর চিঠি..... ৩২
কুফায় ইবনে যিয়াদ..... ৩৩
কুফায় ইবনে যিয়াদের প্রথম ভাষণ..... ৩৪

মুসলিম ইবনে আকিলের স্থান পরিবর্তন ৩৫
মুসলিম ইবনে আকিলকে গ্রেফতারের জন্য ইবনে যিয়াদের ফন্দি..৩৬
হানি ইবনে উরওয়ার গৃহে ইবনে যিয়াদ ৩৭
মুসলিম ইবনে আকিলের অনুপম আচরণ ও সুন্নতের অনুসরণ..... ৩৭
হকপন্থী ও বাতিলপন্থীর মধ্যে পার্থক্য ৩৯
হানি ইবনে উরওয়াকে গ্রেফতার ৪০
হানি ইবনে উরওয়ার ওপর ভীষণ নির্যাতন ৪২
হানির সমর্থনে ইবনে যিয়াদের বিরুদ্ধে আন্দোলন ৪২
অবরোধকারীদের পলায়ন এবং মুসলিম ইবনে আকিলের অসহায়ত্ব ৪৪
সত্তরজন সৈন্যের মোকাবিলায় মুসলিম ইবনে আকিল ৪৬
মুসলিম ইবনে আকিলকে গ্রেফতার.....৪৬
কুফায় না আসার ব্যাপারে হজরত হুসাইন রাদি.-এর প্রতি মুসলিম ইবনে আকিলের অসিয়ত.....৪৭
হজরত হুসাইনের কাছে মুহাম্মাদ ইবনে আশআসের লোক প্রেরণ .৪৭
মুসলিম ইবনে আকিলের অসিয়ত ৪৮
মুসলিম ইবনে আকিল ও ইবনে যিয়াদের কথোপকথন এবং মুসলিম ইবনে.....৪৯
হজরত হুসাইনের কুফা গমনে দৃঢ়তা..... ৫০
ওমর ইবনে আবদুর রহমানের পরামর্শ ৫০
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের পরামর্শ ৫১
ইবনে আব্বাসের দ্বিতীয়বার আগমন ৫১
কুফার উদ্দেশ্যে হজরত হুসাইনের যাত্রা ৫২
হজরত হুসাইনের সাথে কবি ফারাজদাকের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন ৫৩
আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের চিঠি এবং ফিরে আসার পরামর্শ.....৫৪
হজরত হুসাইন রাদি.-এর স্বপ্ন এবং দৃঢ় সংকল্পের কারণ ৫৫
হজরত হুসাইন রাদি.-এর মোকাবিলা করার জন্য কুফার গভর্নর ইবনে যিয়াদের প্রস্তুতি ৫৫

পত্রবাহকের বীরত্বপূর্ণ সাক্ষ্য ৫৬
হজরত হুসাইনের সাথে আবদুল্লাহ ইবনে মুতির সাক্ষাৎ এবং ফিরে যাওয়ার পরামর্শ ৫৬
মুসলিম ইবনে আকিলের হত্যার খবর পেয়ে হজরত হুসাইন রাদি.-এর প্রতি সাথীদের পরামর্শ ৫৭
মুসলিম ইবনে আকিলের সাথীদের মাঝে প্রতিশোধের কঠোর প্রতিজ্ঞা ৫৮
সাথীদের ফিরে যাওয়ার অনুমতি ৫৮
ইবনে যিয়াদের পক্ষ থেকে হুর বিন ইয়াজিদের এক হাজার সৈন্যসহ আগমন ৫৯
হজরত হুসাইন রাদি.-এর পেছনে শত্রুবাহিনীর নামাজ আদায় ৬০
রণাঙ্গনে হজরত হুসাইন রাদি.-এর দ্বিতীয় ভাষণ ৬১
হুর বিন ইয়াজিদের সত্য স্বীকার ৬২
হজরত হুসাইন রাদি.-এর তৃতীয় ভাষণ ৬২
তারমাহ বিন আদির রণাঙ্গণে উপস্থিতি ৬৪
তারমাহ বিন আদির পরামর্শ ৬৫
হজরত হুসাইন রাদি.-এর স্বপ্ন ৬৬
পুত্র আলি আকবরের ঈমানি দৃঢ়তা ৬৬
যুদ্ধের ব্যাপারে হজরত হুসাইন রাদি.-এর অভিমত ৬৭
চার হাজার সৈন্য নিয়ে রণাঙ্গনে ওমর ইবনে সাদের উপস্থিতি ৬৮
হজরত হুসাইন রাদি.-কে পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ ৬৮
হজরত হুসাইন রাদি. ও ওমর ইবনে সাদের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন ৬৯
হজরত হুসাইন রাদি.-এর তিনটি প্রস্তাব ৬৯
ইবনে যিয়াদের সম্মতি ও শিমারের বিরোধিতা ৭০
ওমর ইবনে সাদের নামে ইবনে যিয়াদের পত্র ৭০
হজরত হুসাইন রাদি.-এর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দর্শন ৭১

ইবাদতের জন্য মাত্র একটি রাতের আবেদন ৭২
আহলে বাইতের উদ্দেশ্যে হজরত হুসাইন রাদি.-এর ভাষণ.....৭২
হুর বিন ইয়াজিদের অনুশোচনা ও হজরত হুসাইন রাদি.-এর পক্ষ অবলম্বন ৭৪
উভয় বাহিনীর মোকাবিলায় হজরত হুসাইন রাদি.-এর ভাষণ..... ৭৫
বোনদের আহাজারি ৭৬
হজরত হুসাইন রাদি.-এর হৃদয়বিদারক ভাষণ.....৭৬
প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যে জোহর নামাজ আদায় ৮০
হজরত হুসাইন রাদি.-এর শাহাদাত.....৮২
মৃতদেহ পিষ্ট করা..... ৮৩
নিহত ও শহিদদের সংখ্যা ৮৩
ইবনে যিয়াদের দরবারে হজরত হুসাইন রাদি. এবং তাঁর সাথীদের কর্তিত শির ৮৪
অবশিষ্ট আহলে বাইতের কুফায় আগমন ও ইবনে যিয়াদের সাথে কথোপকথন ৮৪
হজরত হুসাইন রাদি.-এর পবিত্র শির ইয়াজিদের কাছে প্রেরণ ৮৬
ইয়াজিদের ঘরে মৃত্যুশোক ৮৮
ইয়াজিদের দরবারে যয়নব রাদি.-এর বীরত্বপূর্ণ বক্তব্য ৮৯
ইয়াজিদের গৃহে আহলে বাইতের মহিলাগণ.....৮৯
ইয়াজিদের সামনে আলি ইবনে হুসাইন রাদি.....৯০
আহলে বাইতগণের মদিনায় প্রত্যাবর্তন ৯২
হজরত হুসাইন রাদি.-এর স্ত্রীর পেরেশানি ও ইন্তেকাল.....৯৩
আবদুল্লাহ বিন জাফরকে সমবেদনা জ্ঞাপন.....৯৩
হজরত হুসাইন রাদি.-এর শাহাদাতে প্রকৃতির পরিবর্তন.....৯৪
শাহাদাতের সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দর্শন.....৯৪
হজরত হুসাইন রাদি.-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা ৯৫
হজরত হুসাইন রাদি.-এর অমূল্য উপদেশ ৯৭
হজরত হুসাইন রাদি.-এর হত্যাকারীদের ভয়ংকর পরিণতি ৯৮

হরজত হুসাইন রাদি.-এর হত্যাকারীর অন্ধ হওয়া ৯৯
বিবর্ণ চেহারা ৯৯
আগুনে পুড়ে মৃত্যু ১০০
পানি পানে বাধা প্রদানকারীর করুণ মৃত্যু ১০০
ইয়াজিদের লাঞ্ছনাদায়ক মৃত্যু ১০০
কুফায় মুখতারের কর্তৃত্ব এবং হজরত হুসাইন রাদি.-এর
হত্যাকারীদের করুণ মৃত্যু ১০১
শিক্ষামূলক উপদেশ ১০৩
পরিণাম ১০৩
হে জ্ঞানীগণ! উপদেশ গ্রহণ করো ১০৫
হজরত হুসাইন রাদি.-এর আদর্শ ১০৬
যে উদ্দেশ্যে হজরত হুসাইন রাদি. শহিদ হলেন ১০৭

অনুবাদকের আরজ

بسم الله الرحمن الرحيم

মুসলিম উম্মাহর কাছে আশুরার ঐতিহাসিক তাৎপর্য অপরিসীম। ৬০ বা ৬১ হিজরির ১০ মহররম কারবালা প্রান্তরে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র হজরত হুসাইন রাদি.-এর মর্মান্তিক শাহাদাত বরণ আশুরাকে আরও গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে। এ মর্মান্তিক ঘটনাটি এতোটাই লোমহর্ষক ও হৃদয়বিদারক যে, সারা বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান আজও তা ভুলতে পারেনি-পারবেও না।

ইতিহাস সাক্ষী—হজরত হুসাইন রাদি.-কে কারবালা প্রান্তরে যারা নির্মমভাবে হত্যা করেছিলো, মাত্র ৫০ বছরের ব্যবধানে তাদের প্রত্যেকের শোচনীয় মৃত্যু হয়েছে।

কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনা সত্য-সুন্দর প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী চেতনাকে সমুজ্জ্বল করে রেখেছে। কারবালার শহিদানের স্মৃতি যুগ যুগ ধরে মানব জাতিকে সত্য ও ন্যায়ের পথে চিরদিন প্রেরণা জোগাবে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, কারবালার এ ঐতিহাসিক ঘটনাকে রসালো ও অতিরঞ্জিত করে ইতিহাস বিকৃতির অসুস্থ প্রতিযোগিতা সমাজে বিদ্যমান। তাই সমাজে সঠিক ও নির্ভুল ইতিহাস তুলে ধরার লক্ষ্যে উপমহাদেশের বলিষ্ঠ লেখক ও ইসলামি চিন্তাবিদ মুফতি শফি উসমানি রহ. 'শহিদে কারবালা' নামে একটি নির্ভরযোগ্য ও তথ্যসমৃদ্ধ চমৎকার গ্রন্থ রচনা করেছেন।

বহুদিন যাবৎ এমন একটি তথ্যনির্ভর বইয়ের সন্ধানে ছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর অশেষ কৃপায় অবশেষে সেই কাঙ্ক্ষিত বইয়ের সন্ধান মিললো। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি তারই অনুবাদ।

প্রসঙ্গত মনে রাখা জরুরি, আশুরা মানেই শুধু কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা নয়। আশুরার ঐতিহ্য আবহমানকাল থেকেই চলে আসছে।

আল্লাহ তাআলা হজরত হুসাইন রাদি., তাঁর পরিবার-পরিজন ও বন্ধুজনদের জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম দান করুন। আমাদের হৃদয়ে সদা হুসাইনি চেতনা ও আদর্শ জাগরুক রাখুন। আমিন।

দোয়ার মুহতাজ

মুহাম্মাদ আলী জাওহার
৩০/৪/২০২৪ ঈসাব্দ
রামপুরা-বনশ্রী ঢাকা

লেখকের আরজ

بسم الله الرحمن الرحيم.

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি অবিনশ্বর, চিরঞ্জীব, সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানবের ওপর, যাকে প্রেরণ করা হয়েছে হেদায়েত, সুসংবাদদাতা ও উজ্জ্বল আলোকধারারূপে। পরিপূর্ণ রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক উজ্জ্বল নক্ষত্রতুল্য তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবিগণের ওপর, যারা [ইমান, জ্ঞান ও হিকমত দ্বারা পৃথিবীকে] আলোকিত করেছেন।

জান্নাতি যুবকদের সরদার, প্রিয় নবিজির কলিজার টুকরা ও জান্নাতি ফুল হজরত হুসাইন রাদি. ও তাঁর সাথীদের মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক শাহাদাতের ঘটনা ভুলবার নয়। শুধু মুসলমানই নয়; বরং প্রতিটি মানুষই এই শাহাদাতের করুণ ঘটনায় আন্তরিকভাবে ব্যথিত ও মর্মাহত। শাহাদাতের এই মর্মান্তিক ঘটনায় চিন্তাশীল ও জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে অনেক শিক্ষা ও উপদেশ। এ কারণেই এ বিষয়ে বিভিন্ন ভাষায় ছোটো-বড়ো অসংখ্য পুস্তক রচিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলোর মধ্যে অনেক পুস্তক এমনও রয়েছে, যার বর্ণনা বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য নয়। এ কারণে দীর্ঘদিন থেকেই আমার কয়েকজন বন্ধু এ বিষয়ের ওপর একটি বিশুদ্ধ ও তথ্যসমৃদ্ধ সংক্ষিপ্ত পুস্তক লেখার জন্য বারবার অনুরোধ করে আসছেন। কিন্তু নানাবিধ ব্যস্ততার কারণে বন্ধুদের এ অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনি। হঠাৎ 'উসওয়ায়ে হুসাইনি'—হুসাইন রাদি.-এর আদর্শ—এর ওপর একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লেখার আগ্রহ হলো। এ উদ্দেশ্যে কলম হাতে নিলাম। কিন্তু ঘটনার ধারাবাহিকতা প্রবন্ধটিকে সংক্ষিপ্ত থাকতে দেয়নি। ফলে তা একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তকে রূপ নেয়, আলহামদুলিল্লাহ। এতে আমার বন্ধুদের ইচ্ছাও পূর্ণতা লাভ করে।

সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্যই। সকল কাজে তিনিই তাওফিক দান করেন। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের প্রচেষ্টাটুকু কবুল করে নিন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

—বান্দা মুহাম্মাদ শফি
লাইলাতুল আশুরা-১৩৭৫ হিজরি

চিন্তা ও আমলের আহ্বান

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজার টুকরা, জান্নাতি যুবকদের সরদার হজরত হুসাইন রাদি.-এর হৃদয়বিদারক ও মর্মান্তিক শাহাদাতে জমিন ও আসমান ক্রন্দন করেছে। ক্রন্দন করেছে জিনেরাও। এমনকি বনের প্রাণীরা পর্যন্ত প্রভাবিত হয়েছে। মানব জাতি বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে এমন কে আছেন, যিনি তাঁর জন্য বেদনা অনুভব করবেন না কিংবা কোনো কালে তাকে ভুলে যাবেন? কিন্তু শহিদে কারবালা হুসাইন রাদি.-এর পবিত্র রুহ প্রচলিত শোক প্রকাশ ও শোক পালনকারীদের পরিবর্তে তাদেরই খুঁজে ফিরছে, যারা তাঁদের ব্যথার অংশীদার হবে এবং তাঁদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে একাত্ম হবে। তাঁদের নীরব অথচ চিরজীবন্ত পবিত্র কণ্ঠে মুসলমানদের সর্বদাই সে মহান লক্ষ্যের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে, যে কাজ প্রতিষ্ঠার জন্য হজরত হুসাইন রাদি. অস্থিরচিত্তে মদিনা থেকে মক্কায় তারপরে মক্কা থেকে কুফা যেতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং এ মহান লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিজ সন্তান ও পরিবার-পরিজনকে চোখের সামনে উৎসর্গ করেছেন। অতঃপর নিজেও শাহাদাত বরণ করেছেন।

শাহাদাতের ঘটনাবলির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পর্যালোচনা করুন, হজরত হুসাইন রাদি.-এর পত্রাবলি ও ভাষণসমূহকে মনোযোগ সহকারে গভীরভাবে অধ্যয়ন করুন, তাহলে আপনি নিজেই তাঁর শাহাদাতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারবেন। তাঁর এ শাহাদাতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ—

* কুরআন ও সুন্নাহর বিধানকে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা।

* ইসলামের ইনসাফভিত্তিক শাসন-ব্যবস্থাকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো।

* ইসলামে নবুয়তি পদ্ধতির খেলাফতের পরিবর্তে রাজতন্ত্র ও ইমারতের বিদআতের[১] বিরুদ্ধে অবিরাম জিহাদ করা।[২]

* হকের বিরুদ্ধে শক্তি ও ঐশ্বর্যের প্রভাবে প্রভাবিত না হওয়া।

* হক প্রতিষ্ঠার জন্য জান-মাল ও সন্তান-সন্ততি তথা সর্বস্ব বিলীন করে দেওয়া।

---

১. নবুয়তি পদ্ধতির খেলাফত ছাড়া রাজতন্ত্রকে লেখক বিদআত বলেছেন। রাজতন্ত্র বিদআত হওয়ার ক্ষেত্রে দলিল দেওয়া হয় আবু দাউদের এই হাদিসটি দিয়ে-
"তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে তারা অচিরেই প্রচুর মতবিরোধ দেখবে। তখন তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নাত এবং আমার হিদায়াতপ্রাপ্ত খলিফাহগণের সুন্নাত অনুসরণ করবে, তা দাঁত দিয়ে কামড়ে আঁকড়ে থাকবে। সাবধান! (দীনে) প্রতিটি নব আবিষ্কার সম্পর্কে! কারণ, প্রতিটি নব আবিষ্কার হলো বিদআত এবং প্রতিটি বিদআত হলো ভ্রষ্টতা।" (সুনানে আবু দাউদ : ৪৬০৭) এ হাদিস থেকে বোঝা যায় হিদায়াতপ্রাপ্ত খলিফাদের সুন্নত অনুসরণ করতে হবে। আর খেলাফত হলো খলিফায়ে রাশেদের একটি সুন্নত। যা বাস্তবায়ন আবশ্যক। আর তারা কেউ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেননি। তবে শর্তসাপেক্ষে রাজতন্ত্র ইসলামে বৈধ আছে। কুরআনুল কারিমে নবি দাউদ আ., সুলাইমান আ. ও নেককার ব্যক্তি তালুতের রাজা হওয়ার উল্লেখ রয়েছে। আর হজরত সুলাইমান আ. এক অভিনব রাজ্য লাভের দোয়া করেছিলেন। যা আল্লাহ তায়ালা তাকে প্রদান করেছিলেন। একটি অবৈধ জিনিস একজন নবি চাইতে পারেন না। তবে উম্মতে মুহাম্মাদির জন্য বিকল্প উপায় হিসাবে রাজতন্ত্র শর্তসাপেক্ষে জায়েজ। আর মৌলিকভাবে খেলাফত ওয়াজিব। বিস্তারিত জানতে পাঠ করুন- *আলখিলাফাতু ওয়াল মুলক*, ইমাম ইবনে তাইমিয়া। *নিরীক্ষক*

২. লেখক হজরত হুসাইন রা.-এর কুফা গমন ও কারবালার যুদ্ধকে জিহাদ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। মূলত হজরত হুসাইন রা. জিহাদের উদ্দেশ্যে কুফা গমন করেননি। জিহাদের জন্য বাহিনীও তৈরি করেননি। বরং তিনি কুফাবাসীর আমন্ত্রণে খেলাফতের বাইআত গ্রহণ করতে এবং খুলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নাহ অনুযায়ী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন। কুফাবাসী চিঠিতে উল্লেখ করেছিল যে, তারা ইয়াজিদের হাতে বাইআত হয়নি। তার হাতে বাইআত হবে না। বাইআত হবে হুসাইন রা.-এর হাতে। আর বাস্তবে খলিফা হওয়ার সব যোগ্যতাই হুসাইন রা.-এর ছিল। বরং ইয়াজিদের তুলনায় বেশি ছিল। তাই খলিফায়ে রাশেদের পদ্ধতির খেলাফত প্রতিষ্ঠার আজিমতের ওপর আমল করতে হুসাইন রা. কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তবে কুফাবাসীর গাদ্দারি ও উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ ও তার বাহিনীর বাড়াবাড়ির জন্য কারবালা প্রান্তরে হুসাইন রা. ও তাঁর সঙ্গী-সাথিদের লড়াই করতে হয় এবং শাহাদাত বরণ করতে হয়। যেই অনাকাঙ্ক্ষিত লড়াই তিনি চাচ্ছিলেন না। তাঁর এই মিশন থেকে আমরা ইসলামের আজিমত বা সর্বোচ্চ আদর্শের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের শিক্ষা নিতে পারি। সেদিন যদি ইয়াজিদের বিরুদ্ধে হুসাইন রা. না দাঁড়াতেন তাহলে মন্দ শাসকের বিরুদ্ধে কেবল আনুগত্যের উদাহরণই ইসলামি ইতিহাসে বিদ্যমান থাকত। মন্দ শাসকের আনুগত্য না করার আদর্শ এবং রুখসতের ওপর আমল রেখে আজিমতের ওপর আমল করার আদর্শ থাকত না পরবর্তীদের জন্য। *নিরীক্ষক*

* ভয়-ভীতি, বিপদাপদ ও দুঃখ-যাতনার সামনে বিচলিত না হয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করা এবং তাঁরই ওপর পূর্ণ ভরসা রেখে তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে থাকা।

এমন কেউ আছেন কি, যিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজার টুকরা, কারবালার মজলুম ও নিপীড়িত শহিদের এ আহ্বানে সাড়া দেবেন এবং তাঁর মিশনকে তাঁরই পন্থায় পরিচালিত করে তা বাস্তবায়ন করবেন? তাঁর উন্নত চারিত্রিক গুণাবলি ও নেক আমলসমূহের আনুগত্য করাকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করবেন?

হে আল্লাহ! আমাদের সকলকেই আপনার এবং আপনার রাসুল এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ও পবিত্র আহলে বাইতের পরিপূর্ণ মহব্বত-ভালোবাসা এবং পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের তাওফিক দান করুন!

হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের প্রচেষ্টাটুকু কবুল করে নিন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

কারবালার শহিদ

পৃথিবীর ইতিহাস মানুষের জন্য এক শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত। বিশেষ করে এর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি মানবজীবনের প্রতিটি অঙ্গনে এমন প্রভাব বিস্তার করে যা অন্য কোনো শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা লাভ করা সম্ভব নয়। এ কারণেই কুরআনুল কারিমের একটি বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে বিভিন্ন ঘটনা ও ইতিহাস। কুরআনুল কারিম ইতিহাসকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিংবা কোনো গল্প-কাহিনী বা উপাখ্যানের আঙ্গিকে ধারাবাহিক ও সুশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপন করেনি। এতে সহজেই বোঝা যায়, কেবল ইতিহাস বর্ণনা করাই কুরআনের মূল উদ্দেশ্য নয়; বরং বিভিন্ন জাতির ইতিহাস ও ঘটনাবলি থেকে অর্জিত ফলাফল ও শিক্ষাই এর মূল উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই কুরআনুল কারিম স্থান-কাল-পাত্রভেদে প্রয়োজন অনুযায়ী ইতিহাসকে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করেছে।

জান্নাতি যুবকদের নেতা হজরত হুসাইন ইবনে আলি রাদি.-এর শাহাদাতের ঘটনা কেবল ইসলামের ইতিহাসেই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়; বরং গোটা বিশ্বের ইতিহাসেও এই শাহাদাতের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য রয়েছে। কারবালার এই শাহাদাতে একদিকে যেমন অত্যাচার,

জুলুম, নির্যাতন, নিপীড়ন, নিষ্ঠুরতা, কঠোরতা, নির্লজ্জতা ও অকৃতজ্ঞতার এমন ভয়ংকর ও অবর্ণনীয় ঘটনা রয়েছে, যা মানুষের পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব। অপরদিকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখের মণি হজরত হুসাইন রাদি. এবং তাঁর সাথী ৭০-৭২ জনের একটি ক্ষুদ্র কাফেলার বাতিলের[৩] মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়া এবং সত্য ও ন্যায়ের পথে দৃঢ় থেকে স্বীয় জীবনকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে দেওয়ার এমন আশ্চর্য ও অকল্পনীয় ঘটনাবলিও রয়েছে, যার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে একেবারেই বিরল। আর উল্লিখিত দুটো দিকের মধ্যে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রয়েছে হাজারো দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা। কারবালার ঘটনার পর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এ ঘটনার ওপর অজস্র পুস্তক বিভিন্ন ভাষায় প্রণীত হয়েছে। কিন্তু অনেক পুস্তকের বর্ণিত ঘটনাগুলো ভিত্তিহীন ও বানোয়াট বর্ণনার সংমিশ্রণ রয়েছে। তাই আমি এ পুস্তকে বিশুদ্ধ বর্ণনাসহ কারবালার শাহাদাতের প্রকৃত ঘটনা পেশ করতে চেষ্টা করেছি।[৪]

এ গ্রন্থের মূল হচ্ছে ইমাম আযিযুদ্দিন ইবনুল আসির জাযারি রচিত *তারিখে কামেল*। ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলির মধ্যে এটিই সর্বস্তরের জনগণের মাঝে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। এ গ্রন্থে *তারিখে তবারি*,[৫] *তারিখুল খুলাফা*[৬] ও

---

৩. বাতিল বলে এখানে লেখক অন্যায়ের মোকাবিলা বুঝিয়েছেন। কারণ, অপর পক্ষ ইমানদার ছিল। হুসাইন রা.-এর ইমামতিতে তাঁর পেছনে নামাজ আদায় করেছে। তার সঙ্গে আলোচনা করেছে। আর তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেও রাজি ছিল না। তবে একসময় উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ ও শিমরের ক্ষমতা ও রাজনীতির চাপ তাদের হিতাহিত জ্ঞান অকার্যকর করে দিয়েছিল। ফলে তারা এই মহা অন্যায় ও ঘৃণিত কাজে সহযোগিতা করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। আর ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তবে যারা এই যুদ্ধে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেছে এবং আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রকাশ করেছে তারা নিঃসন্দেহে নাসিবি ও গুমরাহ। আর যারা অবস্থা যুদ্ধমুখী দেখার পর দল পরিবর্তন করেছে তারা গোমরাহি মুক্ত। *নিরীক্ষক*

৪. তবে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ বর্ণনা কেবল ইতিহাসেরই মর্যাদা রাখে। মর্যাদার বিবেচনায় নির্ভরযোগ্য ইতিহাস কখনো নির্ভরযোগ্য হাদিসের সমপর্যায়ের হতে পারে না। কারণ, হাদিস হচ্ছে বিধি-বিধান, আকিদা-বিশ্বাস ও হালাল-হারামের ভিত্তি [ইতিহাস নয়]। এ কারণেই ইমাম বুখারি রহ.-এর মতো বিখ্যাত হাদিসবিশারদ কর্তৃক রচিত *তারিখে কাবির* ও *সগির* [ইতিহাসগ্রন্থ দুটো] ততটুকু গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেনি, যতটুকু লাভ করেছে *সহিহ বুখারি*। *লেখক মুহাম্মাদ শফি*

৫. এটি মুহাম্মাদ ইবনে জারির তবারি রহ.-এর সংকলনধর্মী একটি ইতিহাস-গ্রন্থ। আদম আ. থেকে নিয়ে ৩০২ বা ৩০৩ হিজরি পর্যন্ত ইতিহাস এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে সহিহ ও অসহিহ সকল রকমের বর্ণনাই আছে। যা লেখক ভূমিকাতে স্বীকার করেছেন। তাই গ্রন্থটির নির্বিচার পাঠ বিভ্রান্তির কারণ। ফলে মুফতি মুহাম্মাদ শফি রহ. চেষ্টা করেছেন সহিহ বর্ণনাগুলো *শহিদে কারবালা* গ্রন্থে যুক্ত করতে। *নিরীক্ষক*

ইসআফুর রাগিবিনসহ[৭] ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষ প্রয়োজনীয় হাদিসেরও আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

কারবালার এ ঘটনা মূলত একটা রক্ত নদীর মতো। যাতে প্রবেশ করা অসাধ্য ব্যাপার। এর হৃদয়বিদারক ঘটনা লিখতে এবং স্মরণ করতেও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে। আমি এই হৃদয়স্পর্শী শাহাদাতের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আল্লাহই সবকিছুর তাওফিকদাতা।

ইসলামি খেলাফতের বিরুদ্ধে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা

হজরত উসমান রাদি.-এর শাহাদাতের মাধ্যমে ফেতনার একটি অবিরাম ধারা শুরু হয়। এতে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র এবং সরলমনা মুসলমানদের আবেগ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার বহু ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। নবিগণের পরে যাদের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনস্বীকৃত, সেই মুসলমানগণ নিজেরাই পারস্পরিক লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েন।[৮] ইসলামি খেলাফতের ধারাবাহিকতা যখন হজরত মুআবিয়া

---

৬. এ গ্রন্থটি হাফেজ জালালুদ্দিন সুয়ুতি রহ.-এর রচিত একটি গ্রন্থ। তিনি খলিফায়ে রাশেদ থেকে নিয়ে আব্বাসি খেলাফত পর্যন্ত ইতিহাস তাতে সন্নিবেশিত করেছেন। *নিরীক্ষক*

৭. গ্রন্থটি আবু ইরফান মুহাম্মাদ ইবনে আলি রহ. রচিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাত ও আহলে বাইতের মর্যাদা নিয়ে লিখিত একটি ইতিহাস-গ্রন্থ। *নিরীক্ষক*

৮. উসমান ইবনে আফফান রা. শহিদ হন ৩৫ হিজরিতে। ৩৫ হিজরি থেকে ৪০ হিজরি পর্যন্ত সাহাবিগণের মাঝে পারস্পরিক মতভিন্নতা ও যুদ্ধ হয়। একে মুশাজারাতে সাহাবা বলা হয়। এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর আকিদা হলো, সাহাবিদের প্রতি সুধারণা পোষণ করতে হবে। কোনো নিন্দা করা যাবে না। কারণ, সাহাবিদের যে দুটি ভাগে মতভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছিল তা ছিল ইজতিহাদ নির্ভর। এক্ষেত্রে প্রত্যেকেই নিজেদের ইজতিহাদ সঠিক মনে করছিলেন। আহলে সুন্নাহর নিকট আলি রা.-এর ইজতিহাদ সঠিক। অপর পক্ষের ইজতিহাদ ভুলের শিকার হয়। তবে কারো উদ্দেশ্য পার্থিব ছিল না। সবার উদ্দেশ্য ও নিয়ত ছিল নির্মল। তাই উভয় দলই আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাবেন। ইনশাআল্লাহ। তাছাড়া এই যুদ্ধের পেছনে কলকাঠি নেড়েছে সাবাই শক্তি। উসমান রা.-এর হত্যার পেছনে ছিল তারাই। তাদের বিচার যাতে না করা যায় তাই তারা উভয় দলে হামলা করে কৃত্রিম যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়। যাতে মুসলিমরা পারস্পরিক যুদ্ধে দুর্বল হয়ে যায়।
সাহাবিদের মুশাজারাতের ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বন করাই ভালো। কারণ, তারা হলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমার ঘোষণাপ্রাপ্ত এক জামাত। মানবীয় দুর্বলতার কারণে তাদের কোনো ভুল হয়ে থাকলেও আল্লাহ তায়ালা তাদের ক্ষমার ঘোষণা দিয়েছেন। সুতরাং তাদের সমালোচনায় আমাদের কোনো লাভ নেই। তাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট। তাছাড়া তাদের সমালোচনা, অভিশাপ ও নিন্দা জানানো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ। এই নিষিদ্ধতা অমান্য করায় বরং আমাদের ক্ষতি। তবে সমালোচনামুক্ত নিরেট ইতিহাস বর্ণনা এবং তাদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করায় কোনো সমস্যা নেই। আর ইতিহাস থেকে আকিদা গ্রহণ করা যাবে না। কারণ, মানব বর্ণিত ইতিহাস ভুল হতে পারে কিন্তু কুরআন-হাদিসে বর্ণিত আকিদাগুলো ভুল হবে না। *নিরীক্ষক*